31

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...04 NOV 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

কলেজে শিক্ষকের অভাব ঃ নিয়োগ নীতির ফলে জটিলতা

মুজতবা খন্দকার ঃ দেশের বেসরকারী কলেজগুলোর ছাত্রছাত্রীর অনুপাতে এক-তৃতীয়াংশও শিক্ষক নাই। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এইসব কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, দেশে বর্তমানে বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা ৪শ' ৫৩টি। বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েটসহ ডিগ্রী কলেজ তিনশ' ৮৮টি এবং বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ রয়েছে ৩৮৮টি।

এইসব কলেজে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২ লাখ ১১ হাজার ৯শ'। এদের বিপরীতে শিক্ষক রয়েছে ৫৪ হাজারের মত।

ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোতে আবশ্যিক বিষয়গুলোতে হাজারেরও বেশী ছাত্র থাকলেও প্রতি কলেজে ১ জন শিক্ষক এই বিপুল ছাত্রের জন্য বরাদ্দ

(৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

কলেজে শিক্ষকের অভাব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে, যা যথেষ্ট নয়। এই বিষয়টি উল্লেখ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল সরকারের সার্কুলারকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে গত তিন জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়।

সূত্র জানান, বিগত সরকার বেসরকারী কলেজগুলির ক্ষেত্রে জারীকৃত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত একটি নীতিমালা গত বছর অক্টোবর মাসে ঘোষণা করে। এই নতুন নীতিমালার ফলে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগে জটিলতা দেখা দিয়েছে। গত বছর ২৪ অক্টোবর ঘোষিত ঐ নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়, বেসরকারী ইন্টার মিডিয়েট কলেজে প্রতি বিষয়ে ১ জন এবং ডিগ্রী কলেজে প্রতি আবশ্যিক বিষয়ে ২ জন ও ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য সর্বোচ্চ একজন শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। কিন্তু এর আগে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে প্রতি বিষয়ে প্রতি ১২৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ১ জন করে এবং ডিগ্রী কলেজে প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ২ জন করে শিক্ষক নিয়োগ করার নিয়ম ছিল।

নতুন জনবল কাঠামো নীতিমালা জারীর ফলে বেসরকারী কলেজসমূহে নতুন শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে।

জানা গেছে, নতুন নিয়োগনীতি ভঙ্গ করে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করলে তার বেতনভাতাসহ সমস্ত খরচ ঐ কলেজ কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। ফলে ছাত্রছাত্রী অধিক হলেও এই ঝুঁকি গ্রহণ করতে কোন কলেজও উৎসাহ বোধ করছে না।

উল্লেখ্য, সরকার দেশের বেসরকারী অনুমোদিত কলেজগুলোতে শিক্ষকদের মূল বেতনের ৮০ ভাগ প্রদান করে। বাকি ২০ ভাগ কলেজ কর্তৃপক্ষ দিয়ে থাকে।

দেশের বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এই নীতিমালা বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টার নিকট সংশোধনের দাবী করলেও কোন কাজ হয়নি।

এদিকে শিক্ষক সংকটের কারণে এসব বেসরকারী কলেজগুলোয় লেখাপড়া ব্যাহত হবার উপক্রম হয়েছে।